লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী সংজ্ঞা প্রকরণম্

২। ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ ১।২।২৭ [ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ]

শীর্ষক— অচ্ বা স্বরবর্ণের ভেদ প্রসঙ্গে সূত্রটি আলোচনা করা হয়েছে, আলোচ্য সূত্রটি কি প্রকার সূত্র?— আলোচ্য সূত্রটি সংজ্ঞা সূত্র। এই সূত্রটির দ্বারা কি সংজ্ঞা বিধান করা হয়েছে? — আলোচ্য সূত্রের দ্বারা অচ্ বা স্বরবর্ণের হ্রস্ব দীর্ঘ, প্লুত সংজ্ঞা বিধান করা হয়েছে, অর্থাৎ বলা যেতে পারে হ্রস্বদীর্ঘ-প্লুত সংজ্ঞা বিষয়ক সংজ্ঞা সূত্র হল এটি,

পদচ্ছেদ— সূত্রে মোট তিনটি পদ আছে, ঊকালঃ, অচ্, হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ। ঊকালঃ + অচ্ + হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ সন্ধি করলে হয় ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ,

সমাস— ঊকালঃ পদটি ঊ এবং কাল এই দুটি শব্দের সমাস করে সিদ্ধ, ঊ-শব্দটি প্রকৃতপক্ষে একটি বর্ণ নয়, এখানে সন্ধি করে তিনটি উকারকে একটি ঊকারে পরিণত করা হয়েছে- উ + ঊ + ঊ৩

ঊ + ঊ৩

ঊ

প্রথমে উশ্চ ঊশ্চ ঊ৩শ্চ এই বিগ্রহে দ্বন্দ্বসমাস করলে হয় বঃ, তাই বঃ বললে তিনটি উকারকে বুঝতে হবে, [redacted]

উশ্চ ঊশ্চ ঊ৩শ্চ এখানে [redacted] তিনটি শব্দকে আছে

তাই প্রত্যয় বহুবচনে হবে, বহুবচনে উ + জস্ এই অবস্থায় সন্ধি করে রূপটি হবে উ + জস্ = বঃ।
প্রথমে, উশ্চ ঊশ্চ উ৩শ্চ = বঃ (দ্বন্দ্ব সমাস)
দ্বিতীয়ত, বাং কালঃ = ঊকালঃ (ষষ্ঠী সমাস)
তৃতীয়ত, ঊকালঃ কালো যস্য = ঊকালঃ (বহুব্রীহি)

অনুবৃত্তি— হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ এটিও দ্বন্দ্ব সমাসনিষ্পন্ন পদ, কোন পদের অনুবৃত্তি হবে না।

বৃত্তি— উশ্চ ঊশ্চ উ৩শ্চ বঃ, বাং কাল ইব কালো যস্য সোঽচ্ ক্রমাদ্ হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতসংজ্ঞঃ স্যাৎ, স প্রত্যেকমুদাত্তাদিভেদেন ত্রিধা।

অর্থ— উ, ঊ এবং উ৩ অর্থাৎ উকার সমূহ, উকার গুলির উচ্চারণকালের মত উচ্চারণকাল বিশিষ্ট অচের যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত সংজ্ঞা হয়, ঐ স্বর আবার প্রত্যেকে উদাত্ত ইত্যাদি (অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত) ভেদে তিন প্রকার হয়।

আলোচনা— সূত্রের তৃতীয় পদে অর্থাৎ হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ - এই পদে তিনটি সংজ্ঞাকে মিলিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আর প্রথম দুটি পদে সংজ্ঞীকে নির্দেশ করা হয়েছে।
হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত সংজ্ঞা হয়, প্রশ্ন হবে কার হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত সংজ্ঞা হয়? উত্তর অচের অর্থাৎ

স্বরবর্ণের, কিরূপ অচের হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত সংজ্ঞা হয়? উত্তর- ঊকাল: অচ:, ঊকাল: পদটি এখানে অচ্ পদের বিশেষণ, ঊকাল: পদটিকে বিশ্লেষণ করলে হবে- ব্যাং কাল ইব কালো যস্য। অর্থাৎ তিনটি উকারের উচ্চারণকালের মত উচ্চারণ কাল যে স্বরবর্ণের।

এখানে কাল শব্দের লাক্ষণিক অর্থ মাত্রা। সংজ্ঞী অংশে আছে তিনটি উকার। প্রথমটির উচ্চারণ কাল একমাত্রা (উ), দ্বিতীয়টির দুইমাত্রা (উউ), তৃতীয়টির তিনমাত্রা (উউউ), সংজ্ঞাও উল্লেখ করা হয়েছে তিনটি হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত। এই সূত্রের সহজ অর্থ হল- ক্রমানুসারে এক মাত্রা স্বরবর্ণকে হ্রস্ব, দুইমাত্রা স্বরবর্ণকে দীর্ঘ এবং তিনমাত্রা স্বরবর্ণকে প্লুত বলা হয়। যেমন- অ- হ্রস্বস্বর - একমাত্রা

আ - দীর্ঘস্বর - দ্বিমাত্রা

আ৩- প্লুতস্বর - তিনমাত্রা

এই ভাবে ই, ঈ, ঈ৩, উ, ঊ, ঊ৩ ইত্যাদি।

এই তিন প্রকার (হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত) স্বরবর্ণ আবার প্রত্যেকে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ভেদে তিন প্রকার হয় —

স্বরবর্ণ (অচ্)

- হ্রস্ব
  - উদাত্ত
  - অনুদাত্ত
  - স্বরিত
- দীর্ঘ
  - উদাত্ত
  - অনুদাত্ত
  - স্বরিত
- প্লুত
  - উদাত্ত
  - অনুদাত্ত
  - স্বরিত

— o —

Scanned by CamScanner